গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
www.mor.gov.bd

নং-৫৪.০০.০০০০.০১৯.১৪.০১৩.১৭- ৯০৮

তারিখঃ ০৭ আষাঢ়, ১৪৩০
২১ জুন, ২০২৩

বিষয়ঃ "মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের উপর প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) সভার কার্যবিবরণী

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে বিষয়োক্ত প্রকল্পের উপর রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১১.০৬.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

২১/৬/২০২৩

(মো: ফরহাদ মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৪১০৫০২৩৮
pln2@mor.gov.bd

বিতরণ (সদয় অবগতি/কার্যার্থে) (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: যুগ্মসচিব, বাজেট-৫)
২. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ:আ: যুগ্ম প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ)
৩. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ:আ: মহাপরিচালক, সেক্টর-২)
৪. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলানগর, ঢাকা (দৃ:আ: যুগ্ম প্রধান, ভৌত অবকাঠামো উইং)
৫. সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ:আ: যুগ্ম প্রধান, রেল পরিবহণ উইং)
৬. সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা
৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা
৮. অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা
৯. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা
১০. যুগ্মসচিব, উন্নয়ন-৩ অধিশাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা
১১. প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা
১২. উপসচিব, উন্নয়ন-১ শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা
১৩. উপসচিব, পরিকল্পনা-১ শাখা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা
১৪. উপসচিব, পরিকল্পনা-৩ শাখা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা
১৫. প্রকল্প পরিচালক"মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা
২. সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি আপলোড করার অনুরোধসহ)
৩ সংশ্লিষ্ট নথি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-২

বিষয়ঃ "মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	: ১১.০৬.২০২৩
সময়	: ২:৩০ টায়
স্থান	: রেলভবনস্থ সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৯৩০)
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট 'ক' সংযুক্ত

২। উপস্থাপনা:

২.১ সভার শুরুতে সভাপতি সভায় উপস্থিত ও জুম-এর মাধ্যমে যুক্ত হওয়া সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং প্রকল্প সম্পর্কে সভাকে অবহিত করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানান। প্রকল্প পরিচালক তার উপস্থাপনায় প্রকল্পের নির্মাণ প্যাকেজের হালনাগাদ ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির চিত্র সভায় নিম্নরূপে উপস্থাপন করেন:

১.	প্রকল্পের নাম	:	"মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ"
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	রেলপথ মন্ত্রণালয়
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ রেলওয়ে
৪.	ডিপিপি অনুমোদনের তারিখ	:	২৯.০৫.২০১৮
৫.	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১২০২৪৯.৩৫ লক্ষ টাকা
৬.	বাস্তবায়নকাল	:	ধরণ / আরম্ভ / সমাপ্ত: মূল (অনুমোদিত) — ০১.০৫.২০১৮ — ৩০.০৪.২০২২ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ম বারে ০২ বছর ০২ মাস মেয়াদ বৃদ্ধি — ০১.০৮.২০১৮ — ৩০.০৬.২০২৪
৭.	প্রকল্পের অর্থায়ন	:	জিওবি অর্থায়ন
৮.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা	:	• মাগুরা জেলাকে বিদ্যমান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের (১৯.০০ কি.মি. মেইন লাইন এবং ৪.৯০ কি.মি. লুপ লাইন) সাথে সংযুক্তকরণ; • রেলপথের মাধ্যমে উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিতকরণ; • দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সাথে বাস্তবায়নাধীন পদ্মা সেতুর মাধ্যমে রাজধানী (ঢাকার) সাথে রেল সংযোগ স্থাপনকরণ।
৯.	আরএডিপি বরাদ্দ ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ২২৭৯৪.০০ লক্ষ টাকা; মে, ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৪.৩৫ % এবং ভৌত অগ্রগতি ৩.০৫%।
১০.	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	মে, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬.১০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪০.৫৭%।

২.২ প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন যে, বিষয়োক্ত প্রকল্পের আওতায় পুর্ত কাজের দুটি প্যাকেজ (WD-1 ও WD-2) এবং পরামর্শ সেবার একটি প্যাকেজ SD-1 এর সংস্থান আছে। প্যাকেজ ডাব্লিউডি-১ (ট্র্যাক নির্মাণ) এর বিপরীতে CREC-CCCL Joint Venture এর সাথে এবং প্যাকেজ ডাব্লিউডি-২ (সেতু নির্মাণ) এর বিপরীতে CRCC-MAHL JV এর সাথে ২৩.০৫.২০২১ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে উভয় প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে।

২.৩ ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ মোট বরাদ্দকৃত ১৯৫.০০ কোটি টাকার মধ্যে জেলা প্রশাসক, মাগুরার অনুকূলে ১৫৫.০০ কোটি টাকা এবং জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর এর অনুকূলে ৪০.২১ কোটি টাকা ন্যস্ত করা হয়েছে। প্রাক্কলন মোতাবেক মাগুরার জন্য ১১৪.০০ কোটি টাকা এবং ফরিদপুরের জন্য ৮০.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ মাগুরায় ন্যস্তকরা ১৫৫.০০ কোটি টাকার মধ্যে (১৫৫-১১৪)= ৪১ কোটি টাকা ফেরত পাওয়া যাবে এবং ফরিদপুরের জন্য ৪০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। জেলা প্রশাসক, মাগুরা হতে ফেরৎ প্রাপ্ত ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ অব্যয়িত ৪০.২২ কোটি টাকা জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর'কে দ্রুত হস্তান্তরপূর্বক জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন করা প্রয়োজন মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

২.৪ বর্তমানে নির্মাণ সামগ্রী (যেমন: সিমেন্ট, রড, স্ট্রাকচারাল স্টিল, পাথর, বালি) এর দাম শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয় সমগ্র বিশ্বে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্যানডেমিক করোনা ভাইরাস এর পরে বিশ্বব্যাপী স্টিল, সিমেন্ট, বিটুমিন এর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাম্প্রতিক রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এই মূল্য বৃদ্ধির হারকে আরো ত্বরান্বিত করছে। এছাড়া একই কারণে বিশ্বব্যাপী জ্বালানী তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে মালামাল পরিবহণ, লোডিং-আনলোডিং খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। হঠাৎ স্থানীয় ও বিশ্ববাজারে নির্মাণ সামগ্রী ও জ্বালানী তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে দুটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানই ফোর্স ম্যাজিউর (Force majeure) Clause, মূল্য সমন্বয় (Price Adjustment) Clause প্রভৃতি প্রক্রিয়াকরণের জন্য আবেদন করেন। এছাড়া ডাব্লিউডি-২ (WD-2) প্যাকেজ এর বিপরীতে নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান "সিআরসিসি-এমএএইচএল জেভি" ফোর্স ম্যাজিউর (Force Majeure) ক্লজ, মূল্য সমন্বয় ক্লজ প্রয়োগসহ Structural Steel এর specification পরিবর্তন, পরিবর্তিত Structural Steel এর Specification অনুযায়ী রেল সেতুর গার্ডার এর ধরণ Customization ও স্টিল গার্ডার নির্মাণ কৌশল (Fabrication Process) এর প্রস্তাব করেন।

২.৫ প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক চুক্তিপত্রের আলোকে দেয়া ব্যাখ্যা (Explanation)/জবাব (Response) ডাব্লিউডি-২ প্যাকেজ এর ঠিকাদার এর নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায়, তাদের বিবেচনায় উদ্ভুত বিরোধ Adjudicator এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য Adjudicator মনোনয়ন করেন। এ প্রেক্ষিতে ০৩.১১.২০২২ তারিখে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের সভাপতিত্বে রেলভবনে অনুষ্ঠিত সভায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এর উদ্ভুত বিরোধ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানকরণের নিমিত্ত মতামত প্রদানের জন্য উভয় পক্ষের প্রতিনিধি ও প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিনিধি সমন্বয়ে যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল)'কে আহ্বায়ক করে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের হতে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

২.৬ গঠিত কমিটি কর্তৃক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বরাবর দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

১. Steel Girder এর ক্ষেত্রে "ASTM A588M Grade 345" Steel বাজারে সহজলভ্য না হওয়ায় বিকল্প হিসেবে কন্ট্র্যাক্ট ড্রইং এর সংস্থান অনুযায়ী "Approved Equivalent Steel" অথবা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত ASTM 582, Q355 (HRC-GB/T1518-2018) এবং E350BR (IS 2062) এ ০৩(তিন) টি স্পেসিফিকেশন এর মধ্যে অভিজ্ঞ কোন ডিজাইন কনসালট্যান্ট এর মতামত ও ডিজাইন মোতাবেক যেটি অধিকতর উপযোগী বিবেচিত হবে, সে Steel দিয়ে সেতুর গার্ডার তৈরির ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে মর্মে কমিটি সুপারিশ ও মতামত প্রদান করছে।

২. "Price Adjustment" এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন চলমান প্রকল্প যে গুলিতে "Price Adjustment" এর বিধান আছে যেমন: "বঙ্গবন্ধ যমুনা রেলব্রীজ" প্রকল্পে যেভাবে অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে সেই পদ্ধতি অনুসরণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

অথবা

ঠিকাদার কর্তৃক টেন্ডার দাখিলের সময়ে Original Contract Rate এর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে Rate Analysis চেয়ে বর্তমান বাজারদর সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করার জন্য কিমিট গঠন করে সরেজমিনে যাচাইয়ের মাধ্যমে Rate Analysis করে দর পুন"নির্ধারণ করা যেতে পারে। পরবর্তীতে পুনঃনির্ধারিত দর অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠনকে পুনঃনির্ধারিত দরে ঠিকা চুক্তির মাধ্যমে কাজ সম্পাদনের সুযোগ আছে বলে কমিটি মনে করে।

৩.০ আলোচনা

৩.১ প্রকল্প পরিচালকের উপস্থাপনার পর ভৌত অবকাঠামো বিভাগের প্রতিনিধি মীর আহমেদ তারিক ওমর, উপপ্রধান বলেন যে, Price Adjustment এর সূত্র থাকে। সূত্র না থাকলে Price Adjustment রাখা যাবে না। Price Adjustment এর scope আছে কিনা এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করে সিপিটিইউ (CPTU) এর মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন। আইএমইডি এর প্রতিনিধি জনাব মো: সিদ্দিকুর রহমান, উপসচিব ভৌত অবকাঠামো বিভাগের প্রতিনিধির সাথে একমত পোষণ করেন। সভাপতি বলেন, Price Adjustment বিষয়ে CPTU এর মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন। জেলা প্রশাসক মাওয়া থেকে ফেরত পাওয়া টাকা জেলা প্রশাসক, ফরিদপুরকে ন্যস্ত করে দ্রুত জমি বুঝে পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া, Steel Girder এর ক্ষেত্রে ঠিকাদারের বিকল্প প্রস্তাবের বিষয়ে বুয়েট এর মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৪.১ Force Majeure ও Price Adjustment এর বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করে প্রকল্প পরিচালক সিপিটিইউ (CPTU) এর মতামত গ্রহণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৪.২ কাজের অগ্রগতির স্বার্থে জমি অধিগ্রহণ কাজের জন্য জেলা প্রশাসক, মাগুরা হতে অব্যয়িত ৪০.২২ কোটি টাকা জেলা প্রশাসক, ফরিদপুরকে হস্তান্তর করে জমি বুঝে নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৪.৩ Steel Girder এর ক্ষেত্রে "ASTM A588M Grade 345" Steel বাজারে সহজলভ্য না হওয়ায় বিকল্প হিসেবে কন্ট্র্যাক্ট ড্রইং এর সংস্থান অনুযায়ী "Approved Equivalent Steel" অথবা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত ASTM 582, Q355 (HRC-GB/T1518-2018) এবং E350BR (IS 2062) এ ০৩(তিন) টি স্পেসিফিকেশন এর মধ্যে BUET এর মতামত গ্রহণপূর্বক যেটি অধিকতর উপযোগী বিবেচিত হবে, সে Steel দিয়ে সেতুর গার্ডার তৈরির ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;

৪.৪ প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত মালামালের গুনগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

৫. আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

20/04/202

(ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর)
সচিব